দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 23 AUG 1996
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

03

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে॥ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ্যাকশন প্রোগ্রাম নিতে যাচ্ছে

শংকর কুমার দে

দেশের শিক্ষাঙ্গনে [illegible] ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে [illegible] করে বিশ্ববিদ্যালয় [illegible] উদ্বিগ্ন। শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস [illegible] নেয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে [illegible] যে সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও [illegible] সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটছে সেগুলো [illegible] হচ্ছে ক্যাটাগরী ভিত্তিতে [illegible] সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেখ[illegible] ব্যবস্থা নেয়া হবে। সন্ত্রাসি[illegible] নির্ণয় করার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। শিক্ষাঙ্গনের ছাত্রাবাসে সর্বাগ্রে [illegible] বিক্ষোভ, সন্ত্রাস [illegible] স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিশেষ [illegible] জগুলোর এসব ঘটনায় [illegible] কল্পে এ্যাকশন প্রোগ্রাম [illegible]। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের। [illegible] অসন্তোষ, বিক্ষোভ, [illegible] চিহ্নিত করার ব্যাবস্থা [illegible] দুর্গ বলে পরিচিত যে [illegible] সরদারী (ওয়াচ) করার [illegible] এবং সন্ত্রাসের কারণ [illegible] করা হবে বহিরাগতদের [illegible] অবৈধ প্রবেশাধিকার ও অবস্থান। ছাত্রদের ছাত্রাবাসে প্রবেশের সময় আইডি কার্ড দেখানো প্রথা চালু করার চিন্তা-ভাবনা রয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিধি কমিটি গঠনের বিষয়টিও বিবেচনাধীন আছে। প্রতিনিধি কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হবে শিক্ষক, অভিভাবক, ছাত্র, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য প্রতিনিধি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস রোধকল্পে নেয়া হবে জনমত গঠনের মতো পদক্ষেপ। প্রতিনিধি কমিটির মতামত ছাড়াও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষকে গোলযোগপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলে পরিচিত যে সব প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেখানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্রধারীদের তালিকা প্রণয়ন করা হবে দলমত নির্বিশেষে। সুস্থ জীবনে ফিরে যাওয়ার জন্য সশস্ত্র ক্যাডারদের প্রতিনিধি কমিটি সতর্ক বা হুঁশিয়ার করে

(শেষ পৃষ্ঠা ১ কঃ দেখুন)

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস

(প্রথম পাতার পর)

দেবে। পরবর্তীতে তারা সতর্ক না হলে ট্রান্সফার সার্টিফিকেটের মাধ্যমে বহিষ্কার করার ব্যবস্থা নেয়া হবে। এরপর নেয়া হবে এ্যাকশন প্রোগ্রাম।

শিক্ষাঙ্গনগুলোতে প্রতিনিধি কমিটি গঠনের পর তারা ছাত্রাবাসের সীট বণ্টন, ডাইনিং সমস্যার মতো যেসব অসন্তোষ রয়েছে তা দূর করার ব্যবস্থা নেবে। এমনকি ভিসি বা অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ থাকলে তাও নিরসন করা হবে।

সূত্র জানায়, শিক্ষাঙ্গনে যাতে সন্ত্রাসী ঘটনা না ঘটতে পারে সে জন্য তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণকে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। আর কোথাও কোন অঘটন ঘটে গেলে সহিংসতায় রূপ নেয়ার আগেই তা নিয়ন্ত্রণে আনার ব্যবস্থা করা হবে।

বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গুলি বর্ষণের মতো সহিংস-সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছে। পরের দিন বৃহস্পতিবার বগুড়ার আজিজুল হক কলেজে সহিংস ঘটনায় ছাত্র পুলিশ হতাহত হয়েছে। শিক্ষাঙ্গনে দ্রুত সহিংস সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্র মনে করে, শুধু পুলিশ দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সন্ত্রাস সম্পূর্ণ নির্মূল অসম্ভব। সরকার ও বিরোধী দলের ঐকমত্যের প্রয়োজন। রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবে দীর্ঘ দিন পর পুনরায় সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ছে। সুপরিকল্পিতভাবে দেশব্যাপী কোন চক্র নাশকতা ছড়িয়ে দিচ্ছে কিনা তাও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় খোঁজ-খবর নিচ্ছে।